দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 08 APR 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

কোন সময় ৩টি ৩য় বিভাগ/শ্রেণী ছাড় ছিল। দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, দেখার বিষয় আমাদের কার কোন সময়ে নিয়োগ সেই সময়ের নিয়োগটি রীতিশুদ্ধ ছিল কিনা? আমরা যারা একাধিক ৩য় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষক, আমাদের যে সময় নিয়োগ সেই সময়কার প্রচলিত নিয়মে প্যাটার্নভুক্ত বা রীতিশুদ্ধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ এমপিও গ্রহণ করে আসছি। এখন আমাদের সারাজীবনের জন্য একটি টাইম স্কেল সেটা আইন করে বা প্রজ্ঞাপন জারি করে না দেয়াটা কি অন্যায় এবং অমানবিক নয়?

এমনিতেই এই দুর্মূল্য বাজারে আমরা আমাদের পরিবার পরিজন নিয়ে অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। এখন ওইরকম প্রজ্ঞাপন যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। আমরা বলতে চাই, আপনারা একাধিক ৩য় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্তদের নিয়োগ দিতে চান না বলেই তো ২-৪-০৩ ইং বা ৮-১-০৫ প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন। আর যদি উপ-সচিবের ওই প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়ন করতে হয়, তবে ১২-১২-০৭ পূর্বে যাদের অভিজ্ঞতা ৮ বছর পূর্ণ হয়েছে অন্তত তাদের ওই প্রজ্ঞাপনের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত একটি নতুন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষক সমাজকে অনতিবিলম্বে জানানো হোক অথবা পূর্বে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়, এটা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হোক।

এস,এম ইফতিকার গোলদার
প্রদর্শক প্রদার্থবিদ্যা, মুক্তেশ্বরী ডিগ্রী কলেজ
থানা-কেশবপুর, জেলা-যশোর

বেসরকারী শিক্ষা নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিবের বিগত ১২-১২-০৭ স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে দেখতে পাই, একাধিক ৩য় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল দেয়া হবে না। বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং আমাদের অত্যন্ত অবাক করেছে। পাশাপাশি আমাদের খানিটা ভাবিয়েও তুলেছে। কারণ ২৮-৫-০৭ ডিজি অফিসের সহকারী পরিচালক স্বাক্ষরিত বেসরকারী শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেলের জন্য এক নির্দেশনার ১৭ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, প্যাটার্নবহির্ভূত বা বিধিবহির্ভূতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের উচ্চতর স্কেল দেয়া হবে না। সেখানে আবার কি কারণে এবং কিসের উদ্দেশ্যে নতুন করে একাধিক ৩য় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল দেয়া হবে না বলে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হল তা আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক এক সময় এক এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। তাতে কোন সময় একাধিক ৩য় বিভাগ/শ্রেণী ছাড় ছিল আবার কোন সময় একটি, আবার